জাতীয় কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ সেবা বুলেটিন

২২ জুলাই ২০২০ (**বুধবার**)

[সময়কালঃ ২২.০৭.২০২০–২৬.০৭.২০২০]

ডিসক্লেইমার

কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্পের আওতায় পরীক্ষামুলকভাবে জাতীয় পর্যায়ে এবং ৬৪ টি জেলায় প্রেরণের লক্ষ্যে কৃষি আবহাওয়া সংক্রান্ত পরামর্শ সেবা সম্বলিত বুলেটিন তৈরী করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সকলের মূল্যবান মতামত ও পরামর্শের জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হলো।

যোগাযোগের ঠিকানাঃ ফারহানা হক, সবুজ রায়
ই-মেইলঃ pdamisdp@dae.gov.bd
ফোনঃ ০২-৫৫০২৮৪১৪, ০২-৫৫০২৮৪১৮

মুখ্য কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ

আবহাওয়া পরিস্থিতি ও কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ:

মৌসুমী বায়ুর অক্ষ রাজস্থান, হরিয়ানা, উত্তর প্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল হয়ে আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। এর একটি বর্ধিতাংশ উত্তর বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। মৌসুমী বায়ু বাংলাদেশের উপর সক্রিয় এবং উত্তর বঙ্গোপসাগরে প্রবল অবস্থায় বিরাজ করছে।
বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী ২৪ ঘণ্টায় রংপুর, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, ঢাকা, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অধিকাংশ জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারী ধরণের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সাথে দেশের কোথাও কোথাও মাঝারী ধরণের ভারী থেকে অতি ভারী বর্ষণ হতে পারে। সারাদেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। পরবর্তী ৭২ ঘণ্টা বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি অব্যাহত থাকতে পারে।
মধ্যমেয়াদি পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী পাঁচ দিনে সব জেলাতেই বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে যদিও বৃষ্টিপাতের পরিমাণে তারতম্য থাকবে।

বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বন্যা পরিস্থিতির প্রতিবেদন (২২ জুলাই ২০২০ তারিখের প্রতিবেদন) অনুযায়ী আগামী ২৪ ঘণ্টায় বগুড়া, জামালপুর, সিরাজগঞ্জ, টাংগাইল, মানিকগঞ্জ, নাটোর, মুন্সীগঞ্জ, ফরিদপুর, মাদারীপুর, রাজবাড়ি, শরিয়তপুর ও ঢাকা জেলার নিম্নাঞ্চলে বন্যা পরিস্থিতি স্থিতিশীল থাকতে পারে, অপরদিকে কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, সিলেট, সুনামগঞ্জ এবং নেত্রকোনা জেলার বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হতে পারে। আরও বলা হয়েছে, বেশ কয়েকটি জেলায় বন্যা পরিস্থিতি বিরাজমান এবং কিছু জেলায় আগামী কয়েকদিনে বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হতে পারে এবং চলমান বন্যা পরিস্থিতি জুলাই মাসের শেষ পর্যন্ত অব্যাহত থাকতে পারে। এসব জেলার জন্য নিম্নলিখিত পরামর্শসমূহ দেওয়া হয়েছে:

বন্যা ও ভারী বৃষ্টিপাতের জন্য বিশেষ কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ:

- বন্যার কারণে যদি পাটের জমিতে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয় এবং সেটা ২/৩ দিনের মধ্যে নিষ্কাশনের সম্ভাবনা না থাকে সেক্ষেত্রে যত দ্রুত সম্ভব কর্তনযোগ্য পাট কেটে পানিতে জাগ দিতে হবে।
- সেচ, সার ও বালাইনাশক প্রদান এবং চারা রোপণ থেকে বিরত থাকুন।
- পরিপক্ক সবজি ও উদ্যানতাত্বিক ফসল সংগ্রহ করা থেকে বিরত থাকুন।
- সম্মিলিতভাবে আমন বীজতলা তৈরি করা যেতে পারে।
- বীজতলা তৈরির জন্য উঁচু জায়গা নির্বাচন করুন। উঁচু জায়গা পাওয়া না গেলে ভাসমান বা দাপোগ পদ্ধতিতে বীজতলা তৈরি করুন।
- জলাবদ্ধতা পরিহারের জন্য আমন বীজতলার চারপাশে নিষ্কাশন নালা তৈরি করুন।
- জমি থেকে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা রাখুন।
- মাষকলাই ও শীতকালীন সবজির বীজ সংগ্রহ করুন।
- সকল খামারজাত পণ্য শুকনো ও নিরাপদ জায়গায় রাখুন।
- দন্ডায়মান ফসলকে ভারী বৃষ্টির ক্ষতি থেকে রক্ষার জন্য জমির আইল উঁচু করে দিন।
- কলাসহ অন্যান্য ফলের ছোট গাছ ও সবজিতে খুঁটির ব্যবস্থা করুন, আখের ঝাড় বেঁধে দিন।
- গবাদি পশুর বিশেষ যত্ন নিন। উঁচু জায়গায় স্থানান্তর করুন। পরিষ্কার খাবার খেতে দিন। গবাদি পশু যেন কোন বিষাক্ত আগাছা খেয়ে না ফেলে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। রোগের লক্ষণ দেখা দিলে পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।
- গোয়াল ঘরে যেন পানি জমে থাকতে না পারে সেজন্য বাইরে ও ভেতরে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা রাখুন। মেঝে শুকনো রাখুন। পরিষ্কার পানি পান করান।

- পুকুরের চারপাশ উঁচু করে দিন। সম্ভব হলে চারপাশ জাল বা বাঁশের চাটাই দিয়ে ঘিরে দিন যেন বন্যার পানিতে মাছ ভেসে না যায়।
- জরুরি খাদ্য ও অন্যান্য সামগ্রী নীচু এলাকা থেকে উঁচু এলাকায় স্থানান্তরের জন্য নৌকার ব্যবস্থা রাখুন।

অন্যান্য জেলার জন্য কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ:

আউশ ধান:

- রোগবালাই এর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করুন। প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিন।
- পাতার ব্লাস্ট ও দাগ রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে কার্বেন্ডাজিম মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- যদি থ্রিপস ও সবুজ পাতা ফড়িং এর সংখ্যা ২৫% এর বেশী হয় তাহলে ১ লিটার পানিতে ১ মিলি হারে ম্যালাথিয়ন গ্রুপের বালাইনাশক প্রয়োগ করতে হবে।
- গান্ধী পোকা ও বাদামী গাছ ফড়িং এর আক্রমণ দেখা দিতে পারে। গান্ধী পোকার আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম কার্বারিল ৫০ ডব্লিউপি মিশিয়ে স্প্রে করুন। অতিরিক্ত সেচ প্রয়োগ থেকে বিরত থাকতে হবে যেন গোড়া পচে না যায়। ধান ৮০% পরিপক্ক হয়ে গেলে সংগ্রহ করে দ্রুত নিরাপদ জায়গায় রাখুন। বাদামী গাছ ফড়িং এর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন। বালাইনাশক প্রয়োগ করার সময় কৃষকদের মধ্যে যথাযথ দূরত্ব বজায় রাখতে হবে।
- ফসল সংগ্রহের ১৫ দিন আগে জমি থেকে পানি নিষ্কাশন করে ফেলুন।
- বিকেলে অথবা সকাল ১০.০০ টা থেকে ১১.০০ টার মধ্যে বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- অন্যান্য রোগ ও পোকামাকড়ের আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে প্রদত্ত পরামর্শ অনুযায়ী বালাই ব্যবস্থাপনা করতে হবে।

আমন ধান:

- বীজতলা আগাছামুক্ত রাখুন।
- যথেষ্ট বৃষ্টিপাত হয়েছে কাজেই চারা রোপণের জন্য মূল জমি তৈরি শুরু করুন।
- আমন রোপণের জমি প্রস্তুতের শেষ ধাপে প্রতি হেক্টরে ৯০ কেজি টিএসপি, ৭০ কেজি এমওপি, ১১ কেজি জিঙ্ক এবং ৬০ কেজি জিপসাম প্রয়োগ করুন।
- বৃষ্টিপাতের পর মূল জমিতে ২৫-৩০ দিন বয়সী চারা রোপণ করুন।
- রোপণের আগে চারা ধোয়ার পর শোধন করে নিন।
- চারা খুব গভীরে রোপণ করবেন না। কোন চারা নষ্ট হলে এক সপ্তাহের মধ্যে সেখানে নতুন চারা লাগান।
- অনুকূল পরিস্থিতিতে ব্রি ধান৩০, ব্রি ধান৩২, ব্রি ধান৩৯, ব্রি ধান৪৯, ব্রি ধান৬২, ব্রি ধান৭১, ব্রি ধান৭২, ব্রি ধান৭৫, ব্রি ধান৮০, ব্রি ধান৮৭, ব্রি ধান৯০, ব্রি ধান৯৩, ব্রি ধান৯৪, ব্রি ধান৯৫, বিনা ধান ১১, বিনা ধান ১৬, বিনা ধান ২২ জাতসমূহ লাগানো যেতে পারে।
- হলুদ মাজরা পোকার আক্রমণ দেখা দিলে অনুমোদিত মাত্রায় কার্বোফুরান স্প্রে করুন।
- বৃষ্টিপাতের পর বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

ভুট্টা:

- পরিপক্ক ফসল সংগ্রহ করুন। ফসল পরিপক্ক অবস্থায় পাখির আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন।
- ফল আর্মি ওয়ার্ম এর আক্রমণ দেখা দিতে পারে। ডিমের স্তুপ ও ক্যাটারপিলার হাত দিয়ে ধ্বংস করুন। পর্যবেক্ষণের জন্য ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করা যেতে পারে। আক্রমণ বেশি হলে অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- বৃষ্টিপাতের পর বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

সবজি:

- জমি থেকে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন করুন।
- দমকা হাওয়ায় যেন ক্ষতি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখুন। বর্ষা মৌসুমে নতুন বাগান করুন।
- বেগুনের চারা রোপণের উপযোগী হলে ৬০ সেমি X ৬০ সেমি দূরত্বে চারা রোপণ করুন। বৃষ্টিপাতের পর ঢেঁড়শ, কুমড়া, শশা, ধুন্দুল, লাউ এর বীজ বপন করুন।
- কুমড়া, ঝিঙা, চিচিংগা ও শশায় লাল কুমড়া বিটল এর আক্রমণ হলে ১ লিটার পানিতে ১ মিলি ডাইমেক্রন অথবা রগর মিশিয়ে প্রয়োগ করুন।
- আবহাওয়ার বর্তমান পরিস্থিতিতে সবজিতে শোষক পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি ডাইমেথয়েট অথবা ১.৫ গ্রাম এসিফেট মিশিয়ে স্প্রে করুন। বৃষ্টিপাতের পর টমেটো, বেগুন, মরিচ, লাউ, ঢেঁড়শ লাগান।
- করলার ফুলের গোড়া পচে গেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।
- শীতকালীন সবজির বীজ সংগ্রহ করুন।
- বৃষ্টিপাতের পর বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

উদ্যান ফসল:

- আম বাগানের আন্ত:পরিচর্যা করতে হবে।
- ডালিমের পাতা পোড়া বা লেবুর লিফ মাইনর প্রভৃতি রোগের জন্য উদ্যান ফসলে বালাই ব্যবস্থাপনা করতে হবে।
- পেয়ারা বাগানের জন্য গর্তের মাটি নিয়ে ২০-২৫ কেজি গোবর এবং ৫০ গ্রাম হেপ্টাক্লোর মিশিয়ে পুনরায় গর্ত ভরাট করুন। আম, আমলকি, জাম বাগানের জন্য গর্তের মাটি নিয়ে ৩০ কেজি গোবর, ২৫০ গ্রাম এসএসপি এবং ৫০-১০০ গ্রাম হেপ্টাক্লোর মিশিয়ে পুনরায় গর্ত ভরাট করুন।
- যথেষ্ট বৃষ্টিপাত হয়েছে কাজেই আম, পেয়ারা ও নারকেল লাগানোর জন্য গর্ত তৈরি করুন।
- কলা গাছ লাগান এবং বাগানে আন্ত:পরিচর্যা করুন।
- ঝোড়ো হাওয়ার কারণে ঢলে পড়া থেকে রক্ষার জন্য কলাগাছে খুঁটির ব্যবস্থা করুন।
- কলায় সিগাটোকা রোগের আক্রমণ দেখা দিলে প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি হেক্সাকোনাজল অথবা ১ মিলি প্রোপিকোনাজল মিশিয়ে পাতার দুইপাশে স্প্রে করুন।
- পেঁপের ছাতরা পোকার আক্রমণ হলে অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- বৃষ্টিপাতের পর বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

পাট:

- যদি পাটের জমিতে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয় এবং সেটা ২/৩ দিনের মধ্যে নিষ্কাশনের সম্ভাবনা না থাকে সেক্ষেত্রে যত দ্রুত সম্ভব কর্তনযোগ্য পাট কেটে পানিতে জাগ দিতে হবে।
- গোড়া পচা, কান্ড পচাসহ অন্যান্য রোগ বালাই এর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করুন।

- জমি আগাছামুক্ত রাখুন।
- ফুল আসার আগে (বপনের ১২০ দিন পর) পাট কর্তন ও রেটিং কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।
- আবহাওয়ার বর্তমান পরিস্থিতিতে পাটে বিছা পোকা ও ঘোড়া পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। মাঠ পর্যবেক্ষণ করতে হবে। আক্রমণ দেখা দিলে বৃষ্টিপাতের পর প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি হারে ইমিডাক্লোরোপিড/ক্লোরোসাইরিন/নাইট্রো মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।
- চেলে পোকার আক্রমণ দেখা দিলে প্রতি ৪ লিটার পানিতে ৩ মিলি ডাইক্লোরভস অথবা ১ লিটার পানিতে ২ মিলি এন্ডোসালফান মিশিয়ে বৃষ্টিপাতের পর প্রয়োগ করুন।

পান:

- গোড়া পচা রোগ দেখা দিলে ১% বোর্দো মিক্সচার ব্যবহার করুন।
- বরজের ভেতরে মুক্ত বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা রাখুন।
- বৃষ্টিপাতের পর বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

আখ:

- বিভিন্ন রোগবালাই এর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করুন।
- কান্ড পঁচা রোগ ও মাজরা পোকার আক্রমণ দেখা দিলে অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- বৃষ্টিপাতের পর বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

গবাদি পশু:

- গবাদি পশুর খুরা রোগ দেখা দিলে-
    - শুধুমাত্র শুকনো খাবার খাওয়ান
    - গোয়ালঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও শুকনো রাখুন
    - গোয়ালঘরে জীবাণুনাশক যেমন ব্লিচিং পাউডার ব্যবহার করুন
    - পানিতে নিমজ্জিত মাঠে গবাদি পশুকে যেতে দেওয়া যাবে না
    - মুখে ও পায়ে ক্ষত দেখা দিলে ক্ষতের জায়গাটি পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানেট দ্রবণ দিয়ে ধুয়ে দিন
- গবাদি পশুকে নিয়মিত টীকা প্রদান করুন।
- যে কোন রোগের লক্ষণ দেখা দিলে যথাযথ চিকিৎসার জন্য দ্রুত পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

হাঁসমুরগী:

- খোয়াড়ে জীবাণুনাশক স্প্রে করে তারপর হাঁসমুরগী রাখুন।
- চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী টীকা প্রদান করুন।
- শুকনো খাবার খেতে দিন এবং পরিষ্কার পানি পান করান।
- বর্তমান আবহাওয়ায় হাঁসমুরগীর অন্ত্রের পরজীবীর আক্রমণ হতে পারে। সেজন্য খোয়াড় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা গুরুত্বপূর্ণ।

মৎস্য:

- পুকুরের চারধার মেরামত করে দিন যেন মাছ পুকুরের বাইরে বের হয়ে যেতে না পারে।
- পুকুর থেকে অতিরিক্ত পানি বের করে দিন।
- যথেষ্ট পানি আছে, কাজেই পুকুরে মাছের পোনা ছাড়ুন।
- পোনা ছাড়ার আগে অপ্রয়োজনীয় মাছ বের করে নিন।
- যে কোন পরামর্শের জন্য স্থানীয় মৎস্য অফিসের সাথে যোগাযোগ রাখুন।

দেশের বিভিন্ন এলাকার আবহাওয়া পরিস্থিতি

গত ২৪ ঘন্টায় বৃষ্টিপাতের পরিমান (২২ জুলাই ২০২০, সকাল ০৬টা পর্যন্ত) এবং ২১ জুলাই ২০২০ এ সর্বোচ্চ তাপমাত্রা, ২২ জুলাই ২০২০ এ সর্বোনিম্ন তাপমাত্রা নিচে দেওয়া হলো:

বিভাগের নাম	পর্যবেক্ষণা-গারের নাম	বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (মি: মি:)	সর্ব্বোচ্চ তাপমাত্রা	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা	বিভাগের নাম	পর্যবেক্ষণা-গারের নাম	বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (মি: মি:)	সর্ব্বোচ্চ তাপমাত্রা	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা
ঢাকা	ঢাকা	৪৩	২৮.৫	২৫.০	রাজশাহী	রাজশাহী	০৯	৩২.৬	২৬.৪
	টাঙ্গাইল	২৬	২৯.০	২৪.৫		ঈশ্বরদী	৩১	৩১.৩	২৬.২
	ফরিদপুর	৩১	২৮.৬	২৫.০		বগুড়া	৪৪	৩১.০	২৬.৪
	মাদারীপুর	১০	৩০.২	২৫.৮		বদলগাছী	২৪	৩১.৫	২৬.০
	গোপালগঞ্জ	১৯	৩১.০	২৫.৩		তাড়াশ	২০	২৯.৬	২৬.৬
	নিক্‌লি	৪৫	৩০.০	২৫.২					
					রংপুর	রংপুর	১৯	৩২.৫	২৬.২
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	৪৩	২৭.৫	২৫.৫		দিনাজপুর	০৯	৩২.৫	২৬.৫
	নেত্রকোনা	২৪	২৭.০	২৫.০		সৈয়দপুর	০২	৩২.৪	২৬.০
						তেঁতুলিয়া	৭৭	৩১.৯	২৫.০
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	৫০	৩১.০	২৪.৮		ডিমলা	১৭	৩২.০	২৬.০
	সন্দ্বীপ	৫৫	৩০.১	২৪.৫		রাজারহাট	০০	৩১.৫	২৫.৪
	সীতাকুন্ড	৪৯	৩০.৪	২৫.২					
	রাঙ্গামাটি	৩৫	২৯.৫	২৪.৬	খুলনা	খুলনা	৩৩	৩১.০	২৫.৫
	কুমিল্লা	১৫৬	২৯.৩	২৫.০		মংলা	২০	৩১.৫	২৫.৫
	চাঁদপুর	২৯	৩১.৮	২৫.৫		সাতক্ষীরা	০৩	৩১.০	২৫.৫
	মাইজদীকোর্ট	৭৯	৩০.১	২৫.৫		যশোর	১৪	৩১.২	২৫.৮
	ফেনী	৫০	২৯.৮	২৫.৪		চুয়াডাঙ্গা	১১	৩২.০	২৫.৮
	হাতিয়া	৯৯	৩০.০	২৪.৭		কুমারখালী	৩২	৩০.২	২৫.৫
	কক্সবাজার	১৩৯	২৮.৫	২৫.০					
	কুতুবদিয়া	১৫৪	২৯.৪	২৫.১	বরিশাল	বরিশাল	৩১	৩১.২	২৫.৩
	টেকনাফ	৭৩	২৮.৬	২৩.৮		পটুয়াখালী	৪৬	৩০.৩	২৫.২
						খেপুপাড়া	৬৯	৩২.০	২৫.৯
সিলেট	সিলেট	৭৮	২৮.৫	২৪.৫		ভোলা	২৭	৩৩.০	২৫.৪
	শ্রীমঙ্গল	৩৯	৩১.২	২৪.৭					

প্রধান বৈশিষ্ট' সমূহঃ-:

- গত সপ্তাহে দেশের দৈনিক উজ্বল সূর্যকিরণ কালের গড় ৩.৮৪ ঘন্টা ছিল ।
- গত সপ্তাহে দেশের দৈনিক বাষ্পীভবনের গড় ২.৬৭ মিঃ মিঃ ছিল।

সকাল ০৯ টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘন্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাসঃ

পূর্বাভাসঃ রংপুর, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, ঢাকা, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অধিকাংশ জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারী ধরনের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সাথে দেশের কোথাও কোথাও মাঝারী ধরনের ভারী থেকে অতি ভারী বর্ষণ হতে পারে।

তাপমাত্রা ঃ সারাদেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

সপ্তাহের শেষে (২১ জুলাই ২০২০ পর্যন্ত) আবহাওয়া প্যারামিটারের স্থানিক বন্টন

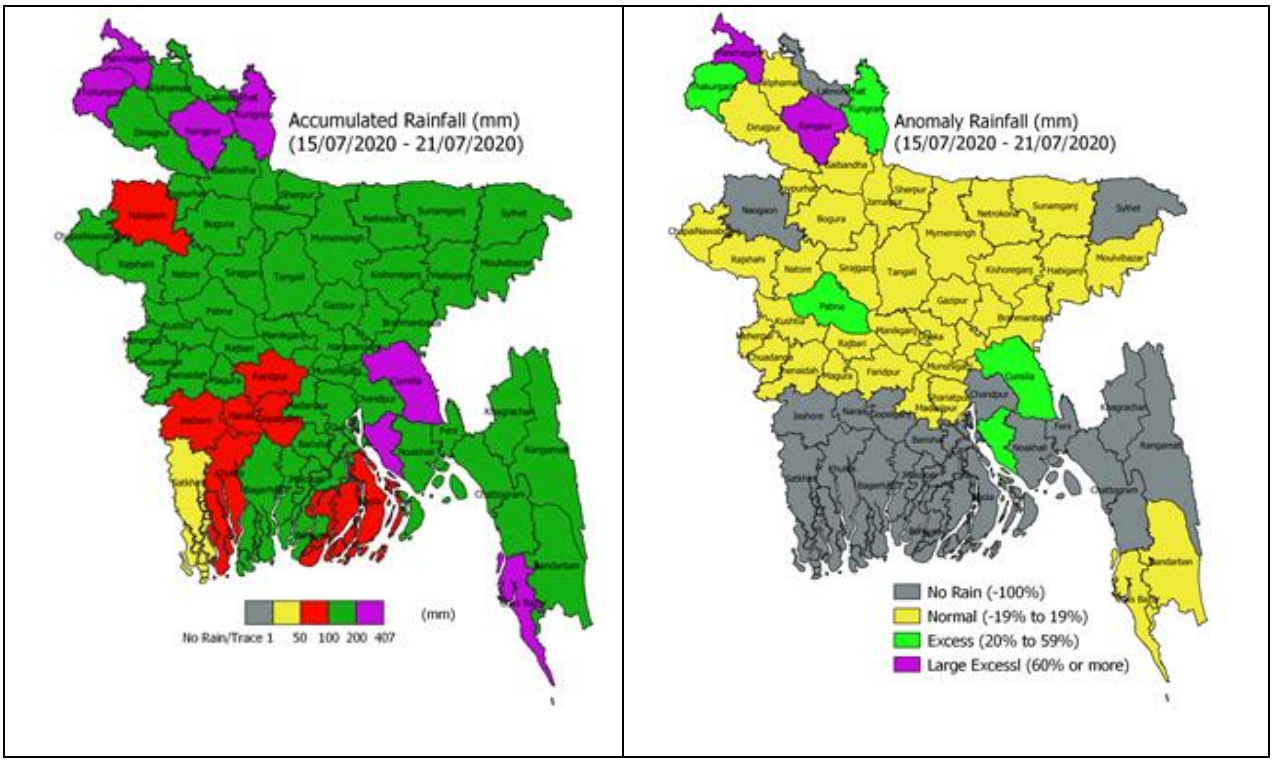

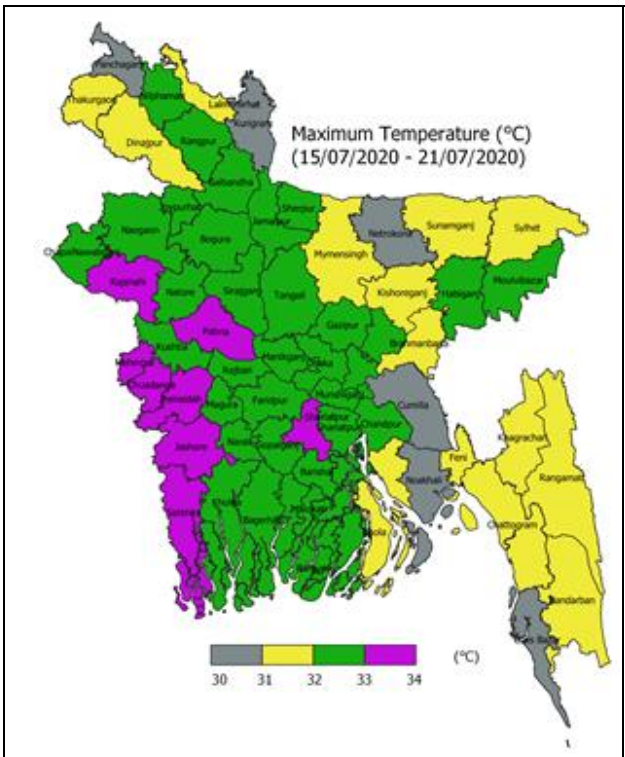
Maximum Temperature (°C)
(15/07/2020 - 21/07/2020)
30 31 32 33 34
(°C)

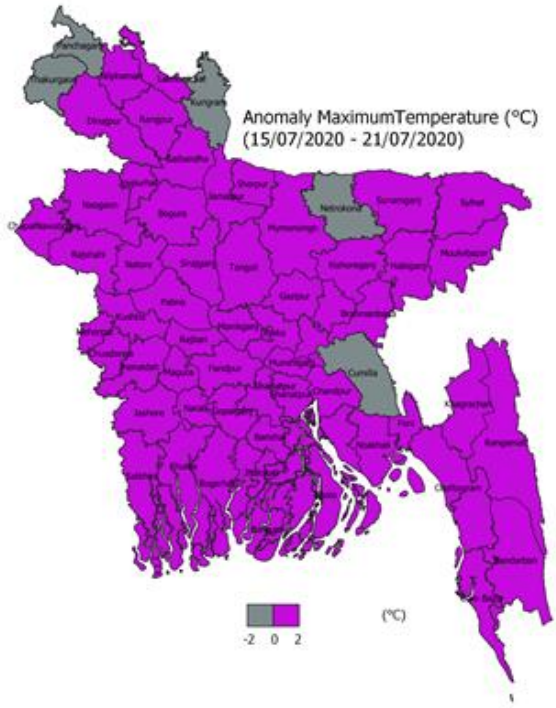
Anomaly MaximumTemperature (°C)
(15/07/2020 - 21/07/2020)
-2 0 2
(°C)

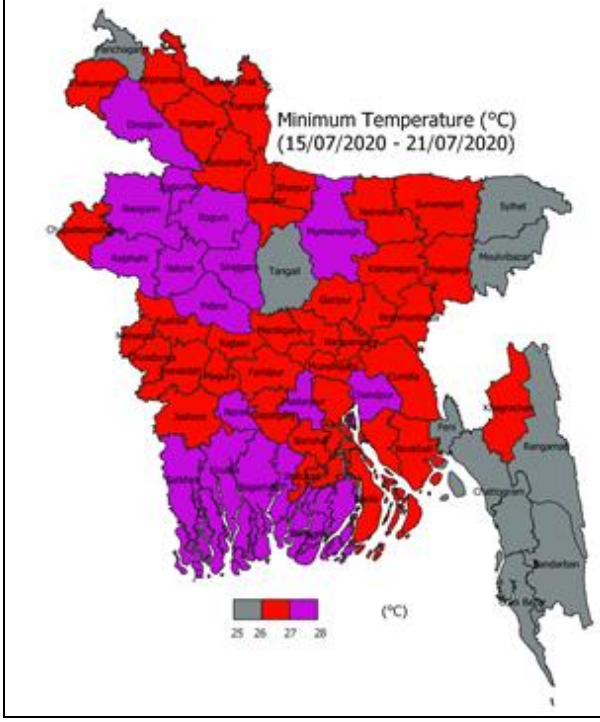
Minimum Temperature (°C)
(15/07/2020 - 21/07/2020)
25 26 27 28
(°C)

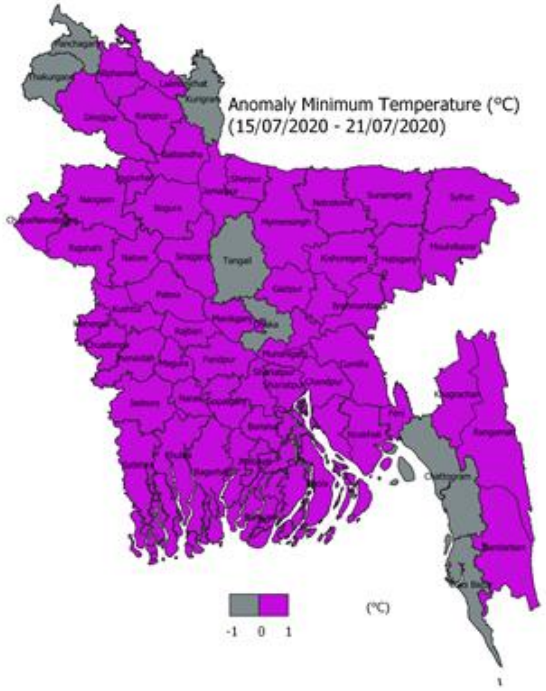
Anomaly Minimum Temperature (°C)
(15/07/2020 - 21/07/2020)
-1 0 1
(°C)

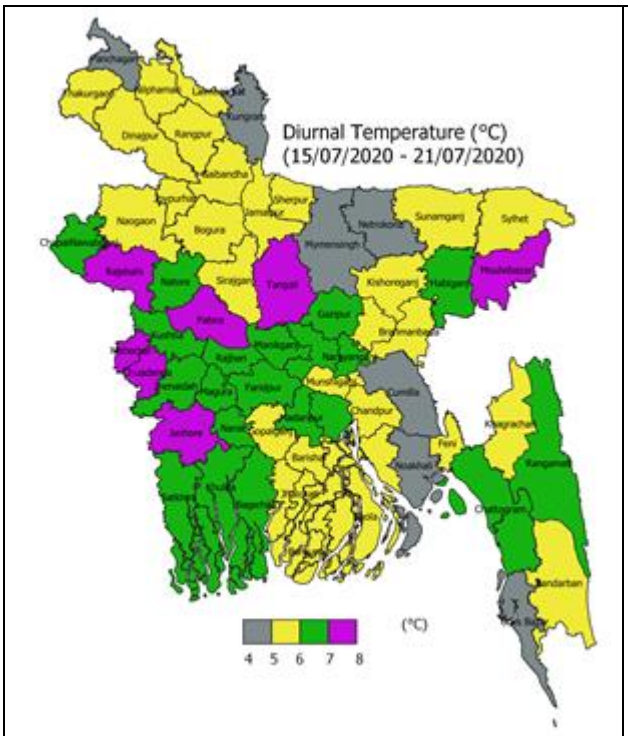
Diurnal Temperature (°C)
(15/07/2020 - 21/07/2020)
(°C)
4 5 6 7 8

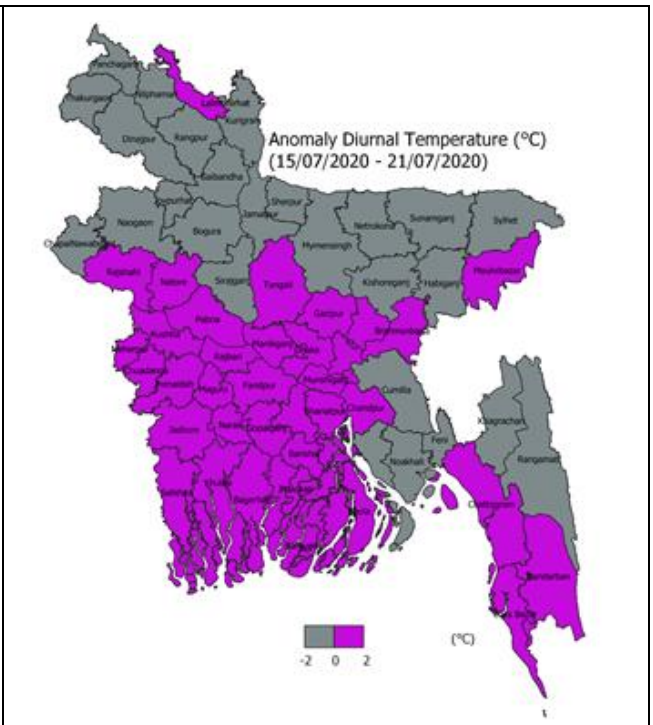
Anomaly Diurnal Temperature (°C)
(15/07/2020 - 21/07/2020)
(°C)
-2 0 2

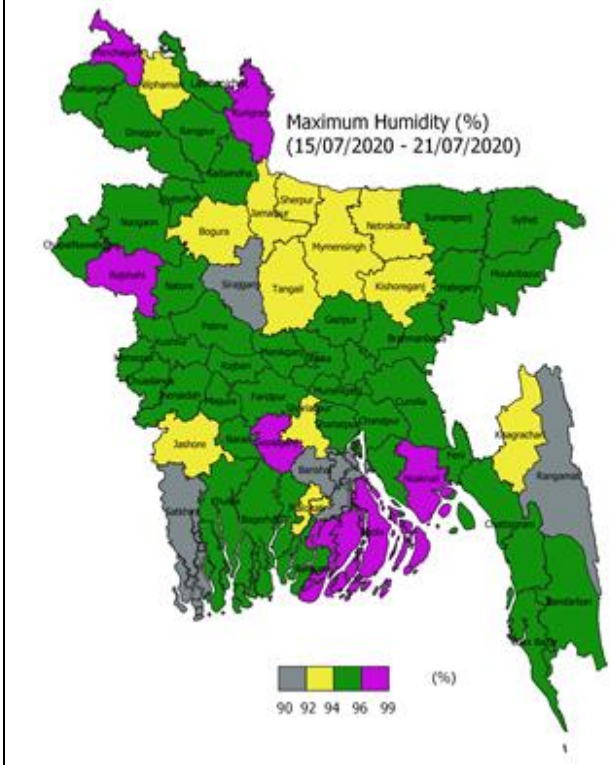
Maximum Humidity (%)
(15/07/2020 - 21/07/2020)
(%)
90 92 94 96 99

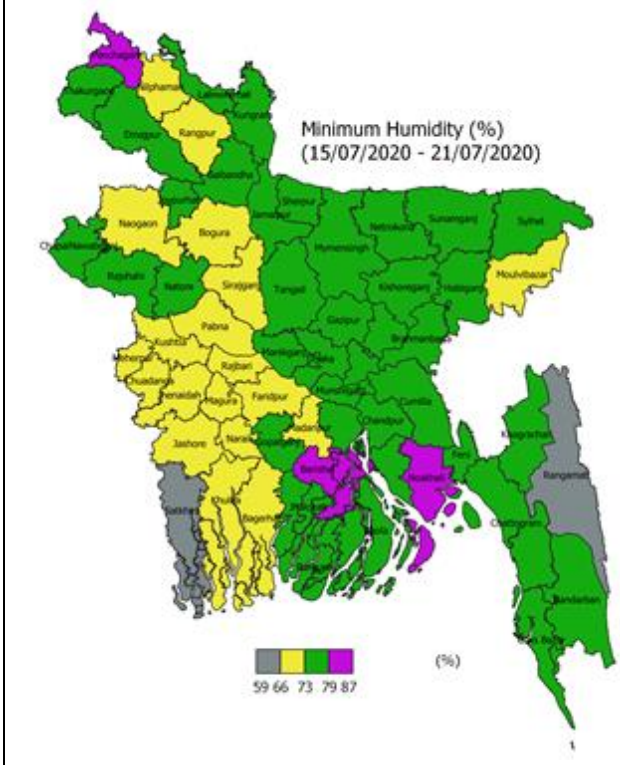
Minimum Humidity (%)
(15/07/2020 - 21/07/2020)
(%)
59 66 73 79 87

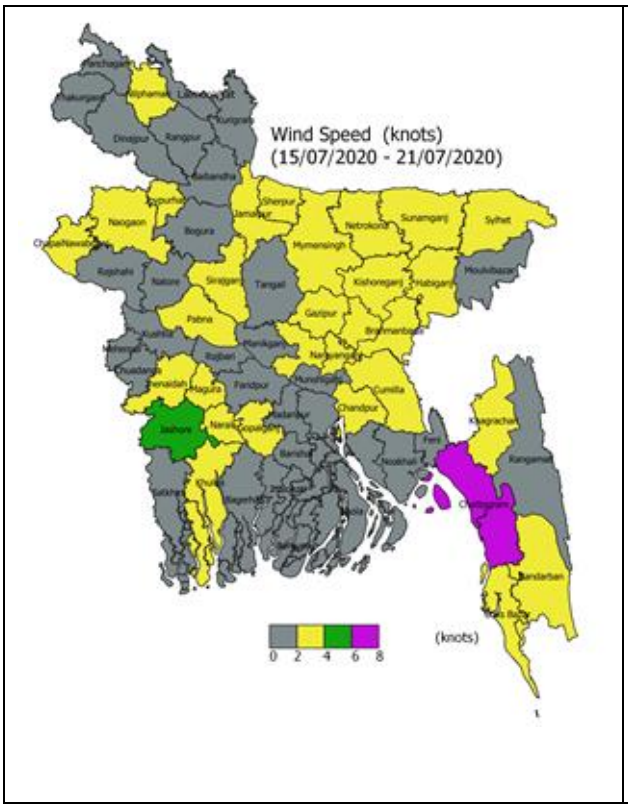

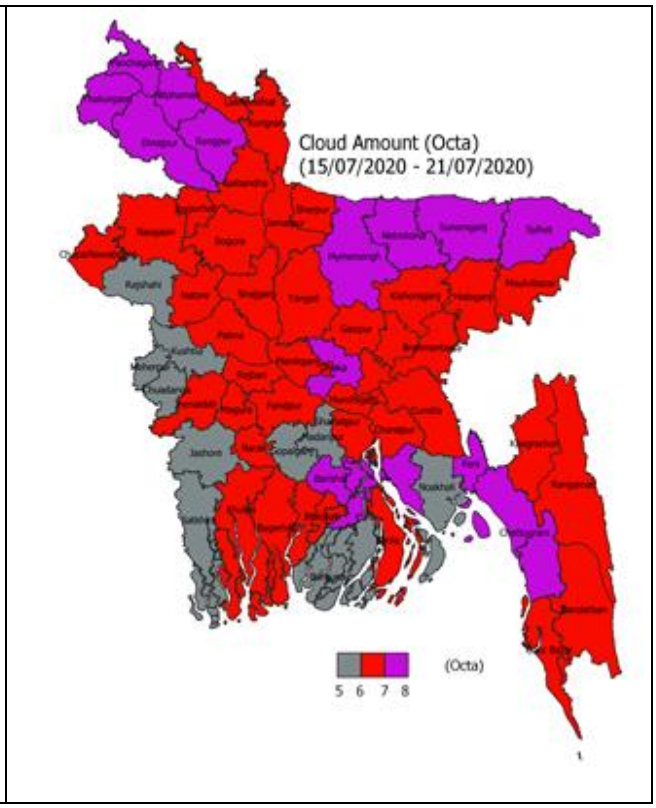

আবহাওয়া পূর্বাভাস

আবহাওয়া পূর্বাভাস ২২/০৭/২০২০ হতে ৩০/০৭/২০২০ তারিখ পর্যন্তঃ

এ সপ্তাহে দৈনিক উজ্জ্বল সূর্য কিরণ কাল ৪.০০ থেকে ৫.০০ ঘন্টার মধ্যে থাকতে পারে ।

আগামী সপ্তাহের বাষ্পীভবনের দৈনিক গড় ২.৫০ মিঃ মিঃ থেকে ৩.৫০ মিঃ মিঃ থাকতে পারে।

- এ সময়ে রাজশাহী, রংপুর, সিলেট ও ময়মনসিংহ বিভাগের অধিকাংশ স্থানে এবং ঢাকা, চট্রগ্রাম, খুলনা ও বরিশাল বিভাগের অনেক স্থানে অস্থায়ী ঝড়ো হাওয়াসহ মাঝারি (১১-২২ মি. মি./প্রতিদিন) থেকে মাঝারি ধরণের ভারী (২৩-৪৩ মি. মি./প্রতিদিন) বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে এবং দেশের কোথাও কোথাও ভারী (৪৪-৮৮ মি. মি./প্রতিদিন) থেকে অতি ভারী (>৮৮ মি. মি./প্রতিদিন) বর্ষণের সম্ভবনা রয়েছে।
- এ সময়ের প্রথমার্ধে দিন ও রাতের তাপমাত্রা সামান্য হ্রাস পেতে পারে এবং দ্বিতীয়ার্ধে সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে।

আগামী ৫ দিনের জেলাওয়ারী পরিমানগত আবহাওয়া পূর্বাভাস (২২ জুলাই হতে ২৬ জুলাই ২০২০ পর্যন্ত)

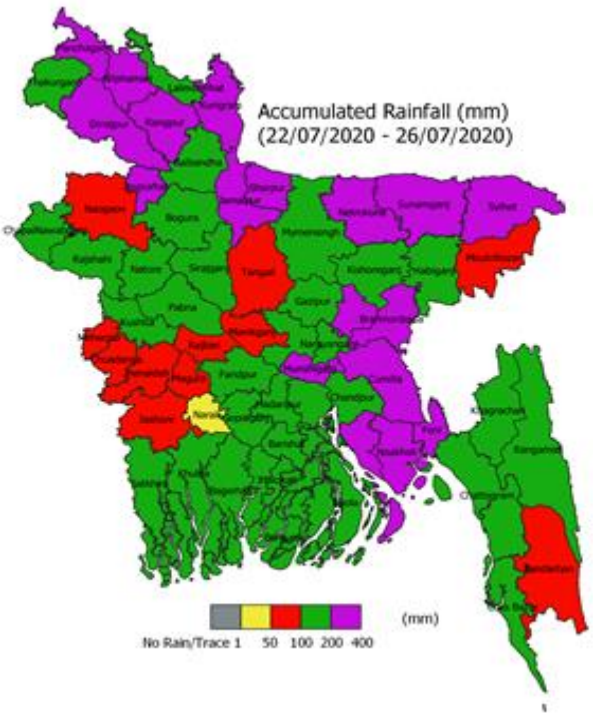
Accumulated Rainfall (mm)
(22/07/2020 - 26/07/2020)
No Rain/Trace 1
50
100
200
400
(mm)

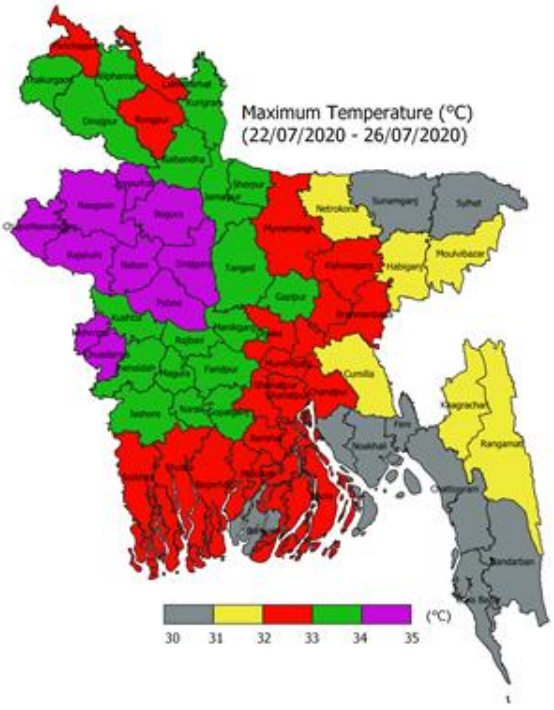
Maximum Temperature (°C)
(22/07/2020 - 26/07/2020)
30
31
32
33
34
35
(°C)

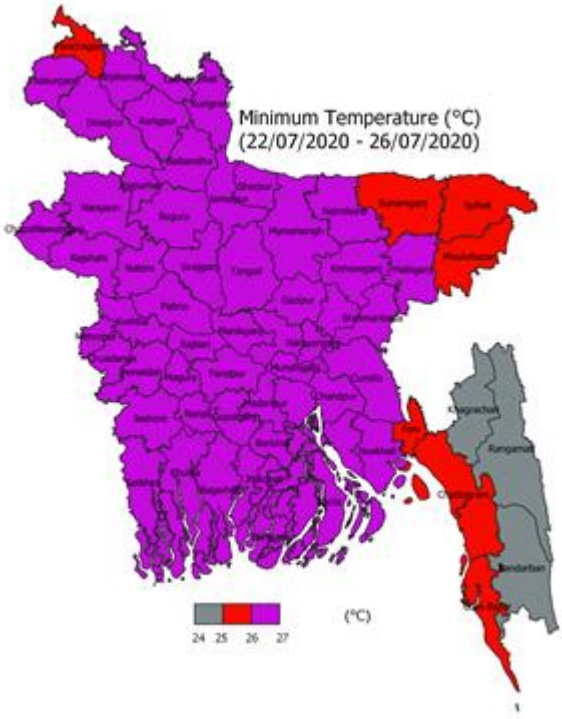
Minimum Temperature (°C)
(22/07/2020 - 26/07/2020)
24
25
26
27
(°C)

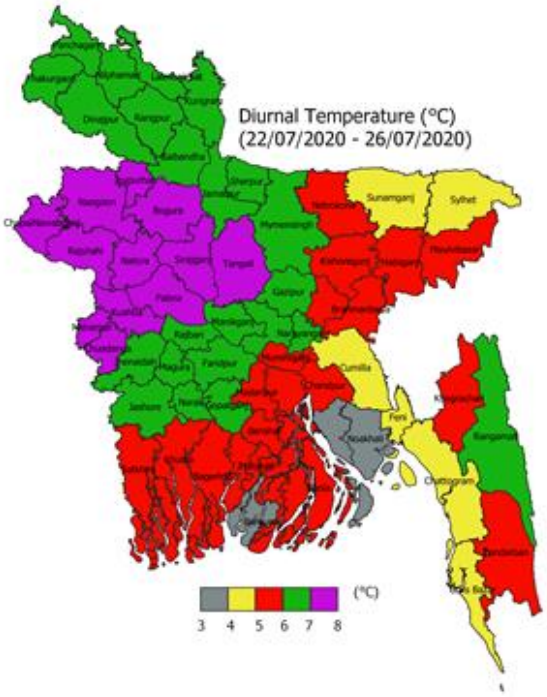
Diurnal Temperature (°C)
(22/07/2020 - 26/07/2020)
3
4
5
6
7
8
(°C)

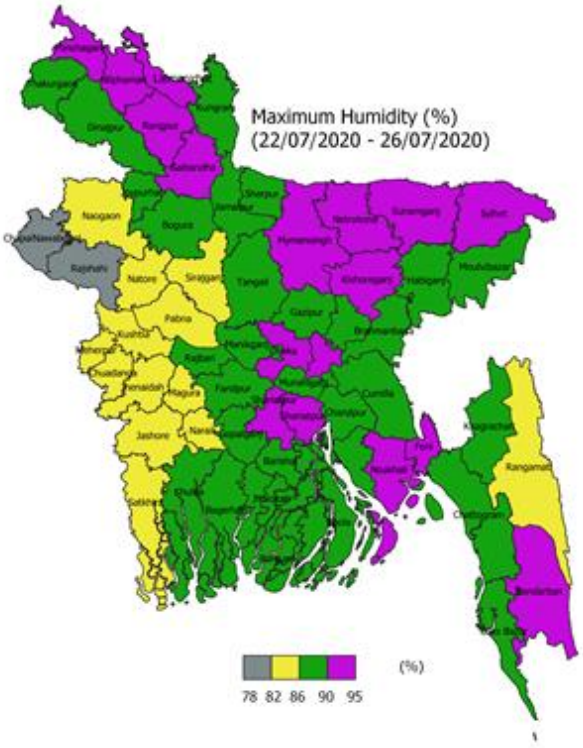
Maximum Humidity (%)
(22/07/2020 - 26/07/2020)
(%)
78 82 86 90 95

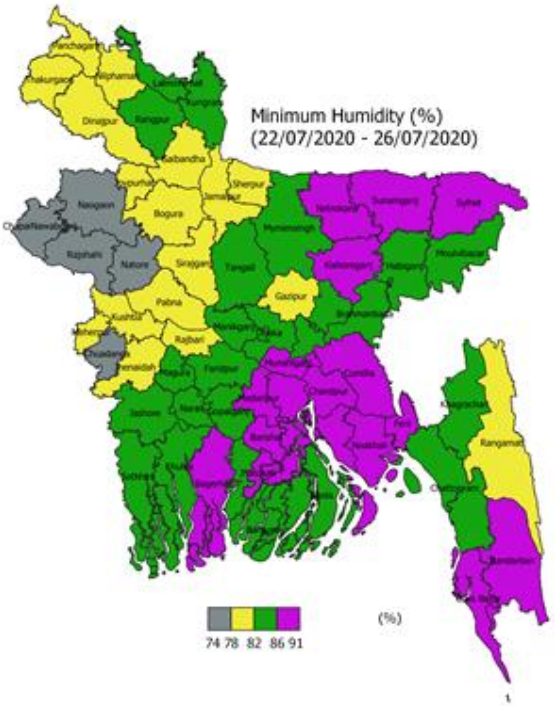
Minimum Humidity (%)
(22/07/2020 - 26/07/2020)
(%)
74 78 82 86 91

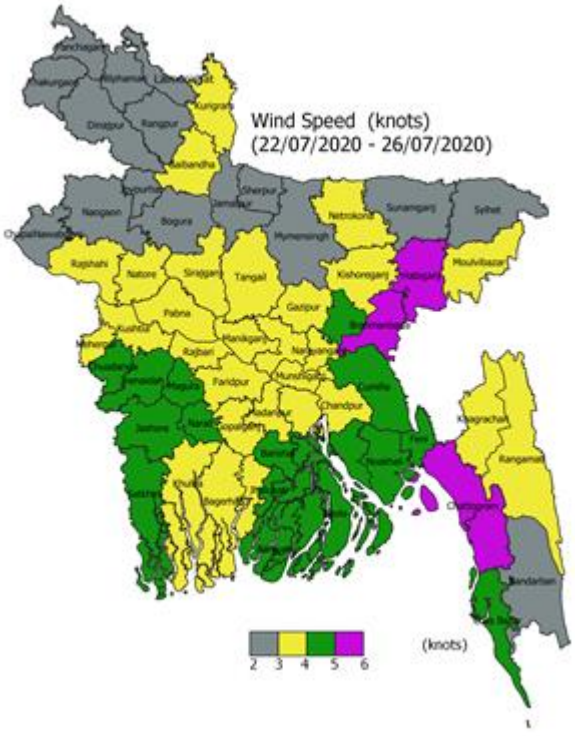
Wind Speed (knots)
(22/07/2020 - 26/07/2020)
(knots)
2 3 4 5 6

বাংলাদেশের উপর বিভিন্ন উপগ্রহ **থেকে প্রাপ্ত তথ্যঃ**

NOAA/VIIRS BLENDED NDVI composite for the week. No. 28 (07 July-13 July 2020) over Agricultural regions of Bangladesh

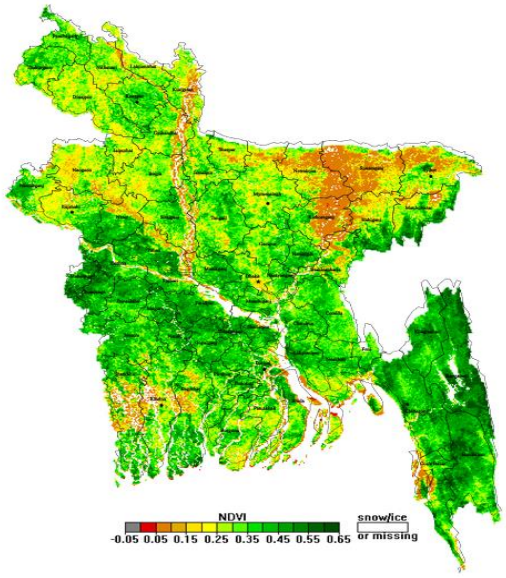

NOAA/ AVHRR BLENDED VCI composite for the week No. 28 (07 July-13 July 2020) over Agricultural regions of Bangladesh

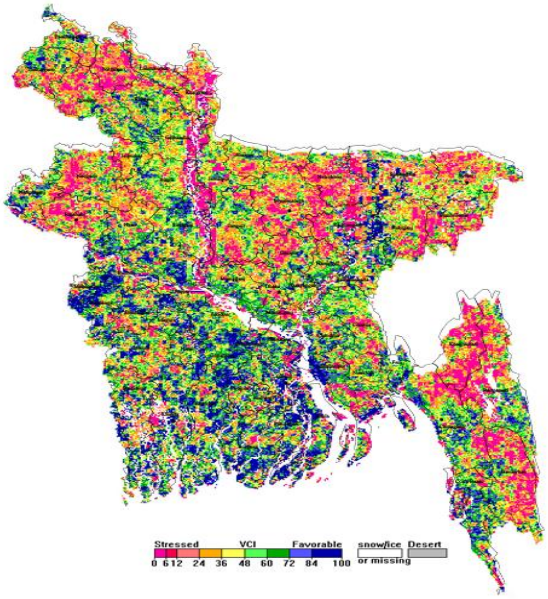

NOAA/ AVHRR BLENDED TCI composite for the week No. 28 (07 July-13 July 2020) over Agricultural regions of Bangladesh

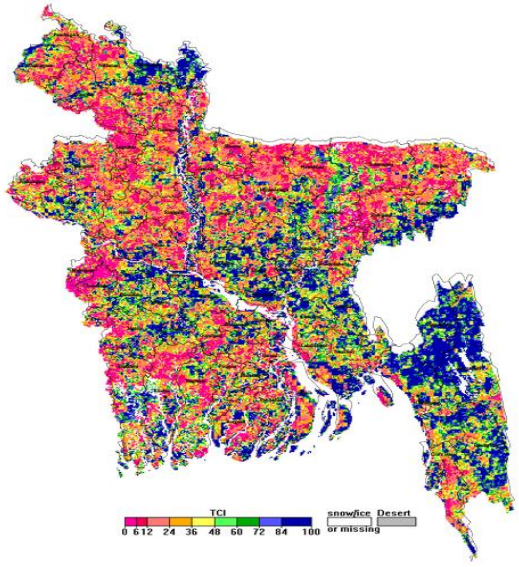

NOAA/ AVHRR BLENDED VHI composite for the week No. 28 (07 July-13 July 2020) over Agricultural regions of Bangladesh

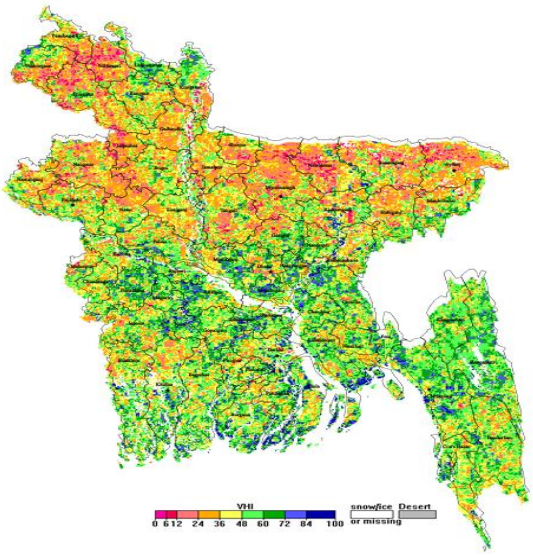

Monitoring Meteorological Drought in Bangladesh using Standardized Precipitation Index (SPI)

দেখা গেছে যে গত চার সপ্তাহের মধ্যে (জুন ২০২০) উত্তরের জেলাগুলিতে হালকা থেকে মাঝারি ধরনের ভেজা পরিস্থিতি বিরাজ করছে, এবং হালকা থেকে মাঝারি ভেজা পরিস্থিতি দক্ষিণ ও কেন্দ্রীয় অংশে বিরাজ করছে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল গত চার সপ্তাহ ধরে শুকনো পরিস্থিতি বিরাজ করছে।

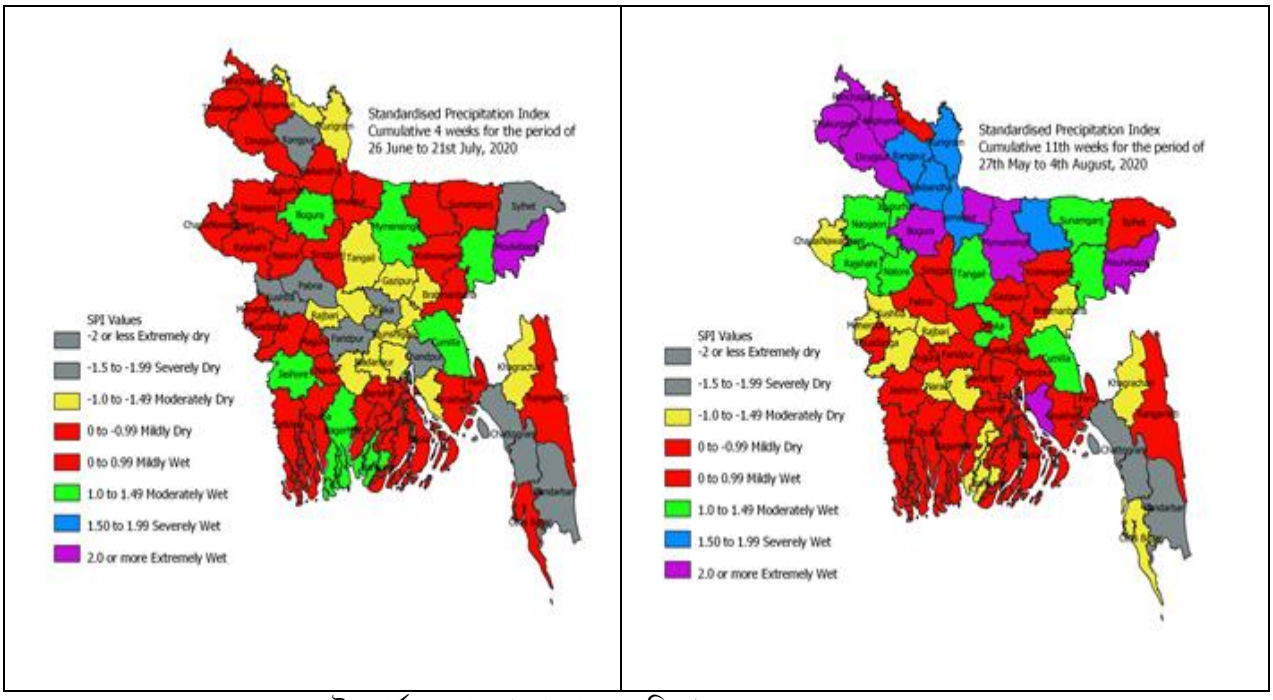

ডেটা সোর্স: বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর